Semester-5

Course- XII Unit-4

History of Mordern India from Renaissance to Independence

ভারত বিভাজন কি অনিবার্য ছিল?

1947 সালের 15 ই August ভারত স্বাধীন হল।ভারত ও পাকিস্থান দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ভারত বিভাগ সত্যিই অনিবার্য ছিল কি না তা আলোচিত বিষয়।

ভারত বিভাজনে জিন্নার দায়িত্ব :-

ভারত ভাগের জন্য অনেক সময় জিন্নাকে দায়ী করা হয়।লিওনার্দো মুসলে বলেন যে পাকিস্থান হল মহঃ আলি জিন্নার একক অবদান।পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক মুসলেকেই সমর্থন করেন।

ভারত বিভাগে জিন্নার কিছুটা দায়িত্ব থাকলেও তিনি কিন্তু একমাত্র দায়ী নয়। একথা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত হিসাবে চিহ্নিত।জিন্না কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং সত্যিই তিনি পাকিস্থান চাননি আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালে পকিস্থানের ঐতিহাসিক ডঃ আয়েসা জালাল এই মত সমর্থন করেন।

হিন্দু মুসলিম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ:-

কেবল মাএ হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় বিরোধ নয় দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ ও এ ব্যাপারে গুরতর ছিল।মুসলিম লিগ সমর্থক উদয়ীমান ব্যবসায়ী ও শিল্প পন্ডিতরা টাটা বিল্লার অধিপত্য মানতে রাজি ছিল না । অনুরুপভাবে নবাব তালুকদার ও উচ্চশিক্ষিত মুসলিমরাও হিন্দু প্রধান্য মানতে চাননি। বাংলাদেশে মুসলিম বর্গাদারদের হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়।এই ভাবে সাধারন মুসলিমদের মন পাকিস্থান মুখি করা সম্ভব হয়।

ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব:-

অনেকের মতে ব্রিটিশ সরকারের বিভোগনিতি ভারত ভাগের জন্য দায়ি ছিল।সাম্রাজ্যবদী শক্তি সাম্রাজ্যের অন্যতম হাতিয়ার Devid enrule নিতি অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তারা ভারত ভাগ করে। ইংরেজ শাসনের সূচনায় ইংরেজরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এবং পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের তোষন করতে থাকে। ভারতে মুসলিম লিগ সৃষ্টিতে এবং ভারতে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা অস্বিকার করা যায় না।

কিন্তু এ সত্তেও বলতে হয় যে,ইংরেজ শাসকরাই ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি এবং বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন অখন্ড ভারত কিন্তু অবস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত তারা ভারত ভাগে বাধ্য হন।

গান্ধিজীর দায়িত্ব:-

রজনীপাম দত্ত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় , ডঃ সুমিত সরকার প্রমুখ মার্কসবাদী পন্ডিত গন ভারত ভাগের জন্য জাতিয় কংগ্রেসের উপর দোসারোপ করেন। বলা হয় যে গান্ধিজী যদি দেশ ভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে একা আন্দোলনে নামতেন তাহলে অসংখ্য শুভবুদ্ধি সম্পূর্ন মানুষ তার পাসে দাড়াত । জাতিয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে কংগ্রেসী নেতাদের শক্তি নিঃশ্বেষ হয়ে পড়ে এবং রনক্লান্ত এই সব নেতারা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দেশ ভাগে মেতে ওঠে। মার্কসবাদী পন্ডিতরা আরও বলেন গান্ধিজী 1946-47 এ গনবিদ্রহে আতঙ্কিত হয়ে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতা ভাগ করে নেন। এই সময় গান্ধিজী যদি সফল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সংহত করে একটি গন আন্দোলন গড়ে তুল তো তাহলে ভারত বিভাগ এড়ানো যেত।

ডঃ অমলেশ ত্রিপাটি উপরিক্ত মার্কসবাদী বক্তব্য সমর্থন করেন না।তিনি বলেন 1942 সালে যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারত ছাড় আন্দলোনের বিরোধীতা করেছিল সেই কমিউনিস্ট পার্টির কোন নৈতিক অধিকার নেয়। 1945-46 সালে গান্ধিজী জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনে অংশ না নেওয়ার জন্য সমালোচনা করেন।ত্রিপাটি বলেন যে এমন দেশ যদি সত্যি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকে তাহলে কমিউনিস্টরা সেই দায়িত্ব নিজেদের কাধে তুলে না নিয়ে কেন গান্ধিজীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।এখানে বলা দরকার যে গান্ধিজী কখনই সস্বসত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না।ডঃ বিপান চন্দ্র বলেন যে ১৯৪৭ সালে নেহেরু , প্যাটেল ও গান্ধিজী যা অবসম্ভাবি তাকেই মেনে নিয়ে ছিলেন। দেশ ভাগ ছাড়া সমস্ত ভারত বর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহিনি বন্ধকরা সম্ভব ছিল না।সামরিক ও পুলিশ বাহিনী তখন ও বিদেশী শাসকদের নিয়ন্ত্রাধীন এবং তাদের অনেকেই আবার ধর্মের ভিত্তিতে পক্ষ বেধে নিয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত:- তাই বলা যায় দেশ ভাগের জন্য কাওকেই পুরোপুরি দায়ি করা যায় না বা কেউ সামান্যতম হলেও নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি অন্নদা সঙ্কর রায় বলেন যে ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ন সত্য নয় কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল এটা অনেকটা সত্য আমরা যেন যিন্নাকেও পুরো পুরি দায়ী না করি,ইংরেজ কেও না।